আদেশ নং-৯১

তারিখ ০৮/০৪/২০২৪

অদ্য নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আপত্তি শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ ও বিবাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। নথি শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীকে শ্রবণ করলাম। বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধি এর আদেশ-৩৯, বিধি ১/২ অনুসারে দরখাস্তে বর্ণিত ১(ক), ২(ক) ও ৩(ক) তপশীলোক্ত সম্পত্তি সংক্রান্তে ১-৮/৫৮-৬৩/৭৫ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে ১(ক), ২(ক) ও ৩(ক) তপশীলোক্ত সম্পত্তি উল্লেখ করলেও মূলত আর. এস. ৮৫৪১ দাগ তৎ সামিল বি. এস. দাগ ১১৯৬৪ দাগের ১২ শতক আন্দরে বাদীর স্বত্বীয় দখলীয় ০৭ শতক ভূমি বাবদ নিষেধাজ্ঞা প্রদানে জোরালো নিবেদন করেন।

বাদীপক্ষের দরখাস্তের মূল বক্তব্য এই, নালিশী ১(ক) তপশীলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিল দিল জান ও জুবেদা খাতুন এবং তাদের নামে আর. এস. ১৩৭৬ নং খতিয়ান প্রচারিত আছে। ২(ক) তপশীলোক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন ফজল রহমান ও হামদু মিয়া এবং তাদের নামে আর. এস. ১৩৭৮ নং খতিয়ান প্রচারিত আছে। ৩(ক) তপশীলোক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন মিয়া জান এর পুত্র আহমদ উল্লা ও আবদুল নুর গং। তাদের নামে আর. এস. ১৩৬৯ নং খতিয়ান প্রচারিত আছে। আর. এস. রেকর্ডী দিলাজান ৩০/০৯/৩২ ইং তারিখে দানপত্র মূলে ৮৪৯২, ৮৫৪১, ৮৫৪৭, ৮৫৪৯ দাগাদির আন্দরে ০৯ শতক ভূমি কন্যা আম্বিয়া খাতুন ও জামাতা আবদুল হাকিম বরাবরে হস্তান্তর করেন। উক্ত দান বাদ আর. এস. ১৩৭৬ নং খতিয়ানে দাগাদিতে ২১.৫০ শতক। আর. এস. ১৩৭৮ নং খতিয়ানে ৭.৫০ শতক এবং আর. এস. ১৩৬৯ নং খতিয়ানে ০৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরণে দুই কন্যা ছমুদা ও আম্বিয়া খাতুন ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। উক্ত ছমুদা খাতুন আর. এস. ১৩৭৬, ১৩৭৮, ১৩৬৯ নং খতিয়ানে মোট ১৩ শতক প্রাপ্ত হন। অপর দিকে আম্বিয়া খাতুন, উক্ত ৩ খতিয়ানের আন্দরে দানকৃত সম্পত্তি সহ ২০.৫০ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং তৎ সামিল আম্বিয়া খাতুন আর. এস. ১৩৭৬ নং খতিয়ান ভূমিতে ৪.৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। উক্ত আম্বিয়া খাতুন ও আবদুল হামিক মরণে মোঃ হাসেম ও মোঃ ছালাম প্রত্যেকে ১২.৫০ শতক করে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে আর. এস. রেকর্ডী জোবেদা খাতুনের ওয়ারিশগণের নিকট হতে ৮৫৪১ দাগে ৩ শতক ভূমি মোঃ হাশেম খরিদ করেন। এভাবে মোঃ হাশেম সর্বমোট ১৫.৫০ শতক ভূমিতে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় মরণে ১-৩ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। অপর ভ্রাতা মোঃ ছালাম মরণে ৪-৭ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হন। নালিশী তপশীলে দাগাদির ভূমি বাদীগণের মৌরশী খাস দখলীয় ভূমি হয়। এভাবে বাদীগণ তপশীলোক্ত ভূমিতে বসত ভিটি পুকুর নাল ও খাই ভূমিতে ভোগ দখলে আছেন।

নালিশী সম্পত্তি পি. এস. ও বি. এস. খতিয়ান ভুল থাকার অনুবলে বিবাদীগণ, বাদীগণের স্বত্ব দখলীয় ভূমিতে বিগত ২৫/০৭/২০২২ ইং তারিখে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের প্রচেষ্টা করায় বাদীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনায়ন করেন।

বাদীপক্ষের উক্ত বক্তব্য অস্বীকার করিয়া ১/৪/৫ ও ৭ নং বিবাদীপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করেন, আপত্তি মূল বক্তব্য হলো ১-৩ নং তফসিলে দিলজান বিবির মোট স্বত্ব (৩০.৫০+৩.৫০+৩)=৩৭ শতক। অপরদিকে ১(ক) নং তপশীলে জোবেদা খাতুনের স্বত্ব ৩.৫০ শতক, দিনজান মরণে কন্যা ছমুদা খাতুন প্রাপ্ত হয়। ছমুদা মরণে স্বামী-মৈয়দ আহামদ ও কন্যা ৬ নং বিবাদী হাজেরা খাতুন প্রাপ্ত হয়। হাজেরা খাতুন তার স্বত্ব ১৯৭৭ ইং সনে মৈয়দ আহামদ বরাবরে হস্তান্তর করেন। জোবেদা খাতুনের ওয়ারিশগণ তাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব ১০/০৭/৪৫ ইং তারিখে ৩৪৭৯ নং কবলা মূলে মৈয়দ আহামদ বরাবর হস্তান্তর করেন। মৈয়দ আহামদ এর নামে পি. এস. খতিয়ান হয়। মইদ আহামদ মরণে অত্র বিবাদীগণ ওয়ারিশ বিদ্যামান থাকে। বিবাদীপক্ষের আরো দাবি হলো বাদীগনের দাবিকৃত আম্বিয়া খাতুন মাতা দিলজান জীবিত অবস্থায় মরনে কন্য মাতার সম্পত্তিতে ওয়ারীশ সূত্রে কোন সম্পত্তি পাননি যেকারনে মোঃ হাসেম ও মোঃ ছালাম কোন স্বত্ব দাবি করতে পারবেন না। বিবাদীগণ তপশীলোক্ত ভূমিতে পৈত্রিক আমল থেকে ভোগ দখলে আছে বিধায় বাদীপক্ষের নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত না-মঞ্জুর যোগ্য হয়।

মামলা চলা অবস্থায় বিজ্ঞ এডভোকেট কমিশনার, নালিশী ভূমি পরির্দশন করেন। পরির্দশন কালে বাদী চকবন্দকৃত নালিশী নালিশী আর. এস. ৮৫৪১ দাগে ১২ শতক ভূমিতে ইট, বালি, সিমেন্ট জড়ো করা হয়েছে এবং তথায় ৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পাকা দেওয়াল নির্মাণের কাজ চলমান রহিয়াছে।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি ও দাখিলী দলিলাদী পর্যালোচনায় দেখা যায়; বাদীপক্ষ ১(ক), ২(ক) ও ৩(ক) তপশীল ভূমি বাবদ নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিলেও মূলত বাদীপক্ষ বিরোধীয় আর. এস. ৮৫৪১ দাগ তৎ সামিল বি. এস. ১১৯৬৪ দাগের ১২ শতক ভূমির মধ্যে ০৭ শতক ভূমি বাবদ নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেন। স্বীকৃত মতে, উক্ত দাগ ভূমির মূল মালিক দিলজান ও জোবেদা খাতুন ছিল এবং তাদের নামে আর. এস. ১৩৭৬ নং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ৩০/০৯/১৯৩২ ইং তারিখে ১৬৩৭ নং দানপত্র কবলা মূলে আর. এস. ৮৫৪১ দাগ সহ অপরাপর দাগে ৯ শতক ভূমি কন্যা আম্বিয়া খাতুন ও জামাতা আবদুল হাকিম বরাবরে হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষের দাবীমতে অপর আর এস রেকর্ডী জোবেদা খাতুনের সম্পূর্ন স্বত্ব মইদ আহম্মদ খরিদের পর নালিশী ৮৫৪১ দাগে ৩ শতক ভূমি মোঃ হাসেম বরাবর হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষের দাবি হলো দিলজান মরণে ২ কন্যা ছমুদা খাতুন ও আম্বিয়া খাতুন ওয়ারিশ থাকিয়া পিতা-মাতার ত্যাজ্য বিত্তে ছমুদা খাতুন ১৬ শতক এবং আম্বিয়া খাতুন মাতা ও দানসূত্রে ২০.৫০

শতক ও তৎ স্বামী- আবদুল হাকিম দানসূত্রে ৪.৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে দাবী করেন। পরবর্তীতে আম্বিয়া ও আবদুল হাকিম মরনে পুত্র মোঃ হাসেম ও ছালাম ওয়ারীশ থাকে। উক্ত মোঃ হাসেম ও ছালাম মরনে বাদীগণ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার মর্মে দাবি করেছেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, বাদীগন তাদের পূর্ববর্তী দিলজান হতে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি কেননা দিলজানের জীবিতবস্থায় কন্যা আম্বিয়া খাতুনের মৃত্যু হয় তৎ কারনে তৎপুত্র মোঃ হাসেম ও ছালাম কোন সম্পত্তি ওয়ারীশসূত্রে লাভ করেননি। দিলজানের জীবনকালে তৎ কন্যা আম্বিয়ার মৃত্যু হয়েছে কিনা এ বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমানের নিরিখে নিরুপিত হবার অবকাশ রয়েছে। তবে নালিশী আর এস ৮৫৪১ দাগের ভুমি দিলজান ১৬৩৭ নং দানপত্র মূলে ও মোঃ হাসেম ০৩/০১/৫৬ ইং তারিখের কবলমূলে প্রাপ্ত হয়ে তথায় শরীকদার হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরায় ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে দিলজান ও মোঃ হাসেমের মৃত্যর পর তৎ পরবর্তী ওয়ারীশ অর্থাত বাদীগণ নালিশী আর এস ৮৫৪১ সামিল বি এস ১১৯৬৪ দাগের ভুমিতে সহ-অংশীদার হন। বাদীপক্ষ মৌরশী ও খরিদসূত্রে উক্ত দাগে ৭ শতক ভুমি দাবি করেছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের স্বীকৃতমতে দিলজানের অপর কন্যা ছমুদা খাতুনের স্বত্ব তৎ স্বামী মইদ আহম্মদ ও কন্যা হাজেরা পায়। হাজেরার স্বত্ব আবার মইদ আহম্মদ খরিদ করেন। নালিশী দাগের অপর আর এস রেকর্ডী হতে জোবেদা খাতুনের স্বত্ব ১০/০৭/৪৫ ইং তারিখের ৩৪৭৯ নং কবলামুলে মইদ আহম্মদ খরিদ করেন। মইদ আহম্মদের নামে পি এস খতিয়ান প্রচারিত আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। মইদ আহম্মদ মরনে বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রতীয়মান হয় যে নালিশী আর এস ৮৫৪১ দাগে অত্র বিবাদীরাও সহ-অংশীদার হন। উভয়পক্ষের বক্তব্য হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে দরখাস্ত বর্নিত বিরোধীয় তফসিলোক্ত আর এস ৮৫৪১ দাগের ভুমিতে উভয়পক্ষ সহ-অংশীদার হন এবং তাদের মধ্যে উক্ত দাগভুমি সহ অপরাপর দাগ ভুমি নিয়ে আপোষ চিহ্নিত মতে কোন বিভাগ বন্টন হয়নি। ১-৮/৫৮-৬৩/৭৫ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশী আর এস ৮৫৪১ নং দাগের ১২ শতক সম্পত্তিতে নির্মাণ সামগ্রী আনয়ন করিয়া তথায় নির্মাণকাজ আরম্ভ করার অভিযোগ আনা হয়েছে যা নথিতে সামিল থাকা স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত। It is well settled principle that untill partition is effected among the co-sharers by metes and bounds each co-sharers has right in every inch of the land and no co-sharers can claim absolute possession in respect of any unpartitioned property.

বাদীপক্ষ তার নালিশী দরখাস্তে ১-৮/৫৮-৬৩/৭৫ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশী আর এস ৮৫৪১ দাগের ১২ শতক ভুমির আন্দরে বাদীগনের স্বত্বীয় অংশ ভুমিতে নির্মান

কাজ আরম্ভের অভিযোগ এনেছেন। পরিদর্শন রিপোর্ট হতে উক্ত দাবির সত্যতা মিলেছে। যতক্ষন পর্যন্ত বাদী ও বিবাদীর মধ্যে আপোষ চিহ্নিতমতে কোন ভাগবাটোয়ারা না হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত কোন শরীকদার নালিশী ভুমির কোন রুপ বা আকার প্রকৃতি পরিবর্তনের অধিকারী নন বলে আমি মনে করি। বন্টন ব্যাতিরেকে ১-৮/৫৮-৬৩/৭৫ নং নং বিবাদী পক্ষ যদি নালিশী সম্পত্তিতে তাহার সুবিদামত স্থানে নির্মাণ কাজ করার সুযোগ পায় সেক্ষেত্রে অপরাপর শরীকানগণ তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হইবে এবং এর ফলে পুনরায় একাধিক মামলা মোকদ্দমা উদ্ভবের সম্ভবনা সৃষ্টি হবে।

বাদীপক্ষে হতে দাখিলীয় সকল দালিলিক প্রমানাদি এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা অতি পরিস্কার যে, বাদীপক্ষ তাহার পক্ষে প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা তাহাদের অনুকুলে। অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তপসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির আকার ও প্রকৃতি সংরক্ষন এবং সম্মুন্নত রাখার দায়ভার অত্র আদালতের উপর অর্পিত বলে আমি মনে করি। সেইসাথে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এরুপ অবস্থায় যদি স্থিতিবস্থার (Status Quo) আদেশ প্রদান করা হয় তাহলে কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব , আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ২৯/০৮/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার উভয়পক্ষকে, মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত, নালিশী ১(ক) তফসিল বর্নিত আর এস ৮৫৪১ নং দাগের ভুমিতে স্থিতিবস্থা (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তির কোন প্রকার আকার প্রকৃতি পরিবর্তন বা হস্তান্তর বা নালিশী ভুমিতে যেকোন কোন ধরনের নির্মান কাজ করা হতে বিরত থাকবেন।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ---------- ইং ----------।